গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২৩/০১/২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সার্বিক কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১১টি প্রকল্পে কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ করেন।

০২। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত ফিনিশড্ শিডিউল অনুযায়ী টেন্ডার করা এবং অনুমোদিত স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং যথাযথভাবে অনুসরণ করার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ; কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তটি কার্যবিবরণীতে না থাকায় সেটি অন্তর্ভুক্ত পূর্বক কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৪৮৫.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা সম্পূর্ণটাই জিওবির আওতাধীন। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৭৯০.০৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫৩.১৮%। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৫৬.৭৬ কোটি টাকা; যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৭.৪৮%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই-নভেম্বর মাসের জাতীয় গড় অগ্রগতি ১৭.০৬%। সভাপতি সকল প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৮২.৭৪ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৮২.৭৪ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১০০%। প্রকল্পটির

অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৪৪.৫২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫৩.৮১%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৮৪৮.৮২ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৪৩৩.০৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০.০২%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৩০.৩৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০.৭০%। কারা অধিদপ্তরের ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ৪৯০.০১ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ২৪২.৮২ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৫৫%। ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮১.৭০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১৬.৬৭%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে মোট ৬৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩১.৪৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.২০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.২৬%।

০৫। <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫৪৬.৬১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.৫৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৮২.৭৪ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৮২.৭৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০%। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৪.৫২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫৩.৮১%। এ পর্যায়ে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিসহ বিস্তারিত উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ১১টি স্টেশনের (১) সারাবো (কাশিমপুর), গাজীপুর; ২) সাভার সেনানিবাসস্থ জিরাবো, ঢাকা; ৩) রুপপুর গ্রীনসিটি, পাবনা; ৪) গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর; ৫) রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর; ৬) কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম; ৭) কাঁচপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ; ৮) কোনাবাড়ী, গাজীপুর ৯) কালুরঘাট; চট্টগ্রাম ১০) শিবু মার্কেট, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ; এবং ১১) রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবনার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ০৭টি স্টেশন (১) সারাবো (কাশিমপুর), গাজীপুর; ২) সাভার সেনানিবাসস্থ জিরাবো, ঢাকা; ৩) রুপপুর গ্রীনসিটি, পাবনা; ৪) গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর; ৫) রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর; ৬) কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম; ৭) কোনাবাড়ী, গাজীপুর হস্তান্তর করা হয়েছে। অপর ০৪টি স্টেশন ১) কাঁচপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ; ২) কালুরঘাট; চট্টগ্রাম ৩) রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবনা এবং ৪) শিবু মার্কেট, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ; হস্তান্তরের অপেক্ষায় আছে। এর মধ্যে ০৩টি স্টেশন হস্তান্তরের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে স্টেশনসমূহ হস্তান্তর গ্রহণের নিমিত্ত পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শিবু মার্কেট, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ স্টেশনটি প্রকল্প পরিচালক গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে পরিদর্শন করেন। স্টেশনটির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তিনি সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে মতবিনিময়ের আলোকে আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারির ২০২৪ এর মধ্যে স্টেশনটি হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।

সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সম্পর্কে মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সভাপতিকে জানান, ০৯টি প্রকল্প সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত আছে। ৯টি প্রকল্পের সবগুলোর ডিপিপি ও ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। বেশ কয়েকটা প্রকল্প ভৌত অবকাঠামো বিভাগে আছে। তিনি আশা করেন আগামী একনেক সভায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প ও ফায়ার সার্ভিস ও

সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প ০২টি উত্থাপন করা হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, গত বছর সবুজ পাতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ০৬টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প থেকে যে ৪টি বহুতল ভবন বাদ দেওয়া হয়েছিল তার সাথে ০১ টি বহুতল ভবন যোগ করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ০৫টি বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডিসহ শীঘ্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে পাঠানো হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী বছর ০৯টি প্রকল্পের মধ্যে ০৫টি প্রকল্প চালু রাখা সম্ভব হবে।

সভাপতি মহোদয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সারা বাংলাদেশের সবগুলো উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপন সম্ভব হয়েছে কিনা জানতে চাইলে মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সভায় জানান ৩২টি উপজেলায় বাদ রয়েছে কিন্তু দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/ থানা সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, "ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ০৩টি ফায়ার স্টেশন পুন: নির্মাণ" এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প শেষ হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সম্ভব হবে।

সভাপতি মহোদয় ১১টি মডার্ণ প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ার জন্য মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালক, গণপূর্ত অধিদপ্তরসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) দ্রুততম সময়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
(খ) প্রয়োজন বাস্তবতার নিরীখে বিদেশী সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর প্রস্তাবিত ৫টি (চট্টগ্রাম,পূর্বাচল, নোয়াখালী, খুলনা ও ময়মনসিংহ) বহুতল বিশিষ্ট অফিস কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১.	"ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ০৩টি ফায়ার স্টেশন পুন: নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদকাল: (নভেম্বর ২০২৩ থেকে জুন ২০২৭ খ্রি.)	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ৩টি পুন:নির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের যাচাই-বাছাই সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১১/০৯/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য গত ২৯/১০/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রকল্পের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদকাল: (জুলাই/২৩ হতে ডিসেম্বর/২৭)	দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি পুন:নির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপন/পুন:নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)-এর সভা পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে ০৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী ২৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পাওয়া গেছে। সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (মার্চ /২৩ হতে জুন/২৬)	প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর গত ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৬/১১/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য গত ০৬/১২/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-১, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (অক্টোবর/২৩ হতে জুন/২৬)	"ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২)" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩১/১০/২৩ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ০১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

৫.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন (FARSOW) প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-৫, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (নভেম্বর/২৩ হতে জুন/২৭)	১০টি স্পেশালাইজড ইউনিট (FARSOW) গঠনের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনার আলোকে এবং টিম সংখ্যা (হ্যাজমাট) বৃদ্ধিসহ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অধীনে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন নামে প্রকল্পটি নামকরণ করে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ৩১/১০/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে কার্যক্রম চলমান আছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৬.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-৩, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।	৩০/০৮/২০২২ তারিখে প্রকল্পের মাষ্টার প্ল্যান এবং গত ০৬/১০/২০২২ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৪/০৬/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে মার্চ ২০২৪ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর
৭.	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের যাচাই বাছাই সভা আগামি ০৪/০২/২০২৪ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর

৮.	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/ থানা সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (জানুযারি/২৪ হতে জুন/২৭)	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে গত ২৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৯.	মডার্নাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (জানুয়ারি, ২০২৩-জুন, ২০২৮ খ্রি.)	অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবিত “মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স” শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি গত ১১/০৯/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগে ২২/১০/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের যাচাই বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

০৬। <u>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৬.৯৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.১৭%। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৬৪.০০ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয়েছে ৩১.৪৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪৯.২০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬.৯০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.২৬%। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি বিষয়ে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে টেন্ডার করার জন্য ৩১.০০ কোটি অবমুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু পরে রি-টেন্ডার না করার কারণে সংশোধিত

বাজেটে ২৬.০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। পুরাতন ভবন অপসারণ করা হয়েছে। ৯২.০০ কোটি টাকার টেন্ডার আগেই করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্প পরিচালক কে সঠিক বাজেট দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, কাজটি দ্রুত শুরু করতে হবে।

০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কক্সবাজারে পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি কেন এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বিষয়টি ভালোভাবে সভাপতি মহোদয়কে বোঝাতে পারেন নি। সভাপতি মহোদয় পরিবেশ ছাড়পত্রের বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে তাকে জানানোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;
(খ) পুরাতন ভবন দুইটি ভেঙ্গে অপসারণের কাজ দ্রুত শেষ করে দ্রুত প্রকল্পের প্রধান পূর্তকাজ- ড্রাগ ডি- অ্যাডিকশন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১ টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন) (পূর্ত-২) নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে;

(গ) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের জন্য চট্টগ্রাম জেলার ভূমির সংস্থানের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে;

(ঘ) বর্তমান অর্থবছরে পূর্ত কাজে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় সম্ভব তার চাহিদা গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহপূর্বক সে মোতাবেক যৌক্তিকভাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি প্রস্তুত করতে হবে;

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

০৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	"০৭ (সাত) টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ"- প্রকল্পের চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগের জমি চূড়ান্তকরণে জটিলতা থাকায় ০৫ টি বিভাগের ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে ২১ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে চট্টগ্রাম ও রংপুরসহ ০৭ টি বিভাগের জন্য ডিপিপি পুনর্গঠনের মৌখিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। নির্দেশনা মোতাবেক ৭টি বিভাগের জন্য ডিপিপি পুনর্গঠনের নিমিত্ত গত ০২/০১/২০২৪ তারিখে গনপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রংপুর বিভাগের নিরাময় কেন্দ্রের জন্য নতুন জমির প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্রটি কক্সবাজারে স্থাপনের সিদ্ধান্ত ছিল কিন্তু নির্বাচিত জমিটি পরিবেশ ছাড়পত্র পায়নি। পরবর্তিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে নিরাময় কেন্দ্রটি চট্টগ্রাম জেলায় করার বিষয়ে মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করে। সে মোতাবেক চট্টগ্রাম জেলায় জায়গা নির্বাচনের কাজ চলমান রয়েছে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর
২.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫)	উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২ মে, ২০২২ তারিখে যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয় এবং পুনর্গঠিত ডিপিপি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাধ্যমে গত ২৪/০৭/২০২৩ খ্রি: তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ২০/১১/২০২৩ তারিখে প্রকল্পটির পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পিইসি সভায় ভবনের ফ্লোরের সংখ্যা, ফ্লোরইউজ প্ল্যান প্রভৃতি এনালাইসিস করে চূড়ান্ত করার নিমিত্ত ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে একটি ৮ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হবে। এ বিষয়ে ভৌত অবকাঠামো বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৩.	০৩ (তিন) টি বিভাগে (খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরিসহ বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ	শুরুতে প্রকল্পটিতে ০২ (দুই) টি বিভাগে (খুলনা, রংপুর) বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব ছিল। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের এর সাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক টেস্টিং ল্যাবরেটরি অন্তর্ভুক্ত করে ৩ তলার পরিবর্তে ৫ তলা বিশিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় ভবনের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা ও স্থানিক নকশা প্রনয়ন করা হয়। প্রাথমিক স্থাপত্য ও স্থানিক নকশার উপর গত ০৫/১০/২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নকশা সংশোধন করা হচ্ছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, কাজ প্রায় শেষের দিকে খুব শীঘ্রই ডিপিপি অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে।	স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৮। <u>ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ</u>:

(ক) <u>বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ</u>

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৯০৩৮৩৫.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩৭৬৭.০৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮১.২৬%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৩০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৪১৪.৯০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৯৯%। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪১৩.০৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৭৭%।

অত:পর প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক বলেন, হজ্জ রেজিষ্ট্রেশন গত ১৮ জানুয়ারি সম্পন্ন করা হয়েছে। সেখানে প্রায় ৫০,১২৬ হাজার পাসপোর্টের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। এলসি-৫ কম্পোনেন্ট ওপেন করা হয়েছিলো। তার মধ্যে ৭ লাখ ৬৮ হাজার কম্পোনেন্ট পাওয়া গেছে। বাকি ২৭ লাখ ৩২ হাজার কম্পোনেন্ট শীঘ্রই পাওয়া যাবে। এপ্রিল-মে মাসে এলসি-৬ কম্পোনেন্ট ওপেন করা হবে। সংশোধিত এডিপিতে ২৩৩.০০ কোটি টাকা চাহিদা আছে যার মধ্যে ২০৪.০০ কোটি এলসি-৬ কম্পোনেন্টের জন্য দরকার হবে। এ বর্তমানে পাসপোর্ট চাহিদা বেশি থাকলেও কাজের অগ্রগতি ভালো থাকায় পাসপোর্ট সরবরাহের পরিমাণ ভালো। প্রতিদিন ২০ হাজার ও ২২ হাজার পাসপোর্ট দেওয়া হতো বর্তমানে পাসপোর্টের চাহিদা একটু কমে গেছে। আরডিপিপিতে প্রথম যে ৩ কোটি বুকলেটের চুক্তি ছিল তার মধ্যে ১ কোটি বুকলেট ও ২ কোটি কম্পোনেন্ট রাখা হয়েছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত ৫০ লাখা বুকলেট নেওয়া হয়েছে, ৪০ লাখ বুকলেট এসেছে এবং ২৮ লাখ বুকলেট চলতি বছর নেওয়া হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো উল্লেখ করেন, প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে চলতি বছর এলসি-৬ ওপেন ও বছরের শেষে এলসি-৭ ওপেন করা। তাছাড়া আগামী বছর এলসি-৮ ওপেন করা হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, অপারেশন সাপের্টের জন্য কমিটি পাওয়া গেছে। বরাদ্দ পেলে ডাটা শেয়ারিং এর কাজ শুরু করা হবে। সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে কাজের গতি বৃদ্ধি ও মানসম্মত কাজের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের কাজের গতি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৮.২১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯২.০৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১৮.৮২ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ১৮.১৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৬.৩৯%। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭.৩১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯১.৯৭%।

প্রকল্পের অন্যান্য বিষয় সমূহ সভায় উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিবের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের

প্রতিনিধি বলেন, প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পগুলো হস্তান্তর করা হয়েছে। শুধুমাত্র লিফটের কাজ বাকি আছে। লিফট প্রসঙ্গে সভাপতি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন) গণপূর্ত অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, লিফট তাড়াতাড়ি চলে আসবে। তিনি আরো জানান জয়পুরহাট পাসপোর্ট অফিস হস্তান্তরে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সভাপতি মহোদয় হস্তক্ষেপ করলে বিষয়টির আশু সমাধান হবে মর্মে তিনি সভায় উল্লেখ করেন।

সভাপতি মহোদয় প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্তির জন্য প্রকল্প পরিচালক, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে'
(খ) পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	পাসপোর্ট পারসোনালাইজেশন কমপ্লেক্স এক্সেটেনশন প্রকল্পের যাচাই বাছাই কমিটির সভা আগামী ২৮/১১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর; গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর
২.	ইমপ্লিমেন্টেশন অব ই-ভিসা, বাংলাদেশ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-১, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৮)	ভিসার কাজ চলমান রয়েছে।	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর; গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৯। কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহ:

(ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১৬.২৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত

আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.০৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯১%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৫০.০০ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫.৬৯ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১১.৩৮%। পরিচালক বলেন, যেহেতু মেয়াদ বৃদ্ধি গত ডিসেম্বরে হয়েছে সেজন্য আর্থিক অগ্রগতি কম আছে। গত সপ্তাহে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রকল্প পরিচালক আশা প্রকাশ করেন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। ১টি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অর্থবিভাগে পত্র দেওয়া হয়েছে। অর্থ বিভাগ থেকে অনুমতি পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন এ প্রকল্পের একবার আন্ত:খাত সমন্বয় হয়েছে। এখন দ্বিতীয় আন্ত:খাত সমন্বয় করা লাগবে যেটা পরিকল্পনা কমিশনে পাঠাতে হবে। সভাপতি দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে;
(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে;
(গ) দ্বিতীয় আন্ত:খাত সমন্বয়ের প্রস্তাব দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২৪০.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৬.৬৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.০৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ১৫.০০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫০%।ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০৪৪ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.১৫%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ১৭টি প্যাকেজের মধ্যে ১১টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে ০৭টি নোয়া দেওয়া হয়েছে। ০৪টি প্যাকেজের দরপত্রের কার্যক্রম চলমান আছে। ০২টি প্যাকেজের দরপত্র বাকি আছে। ১২৫০ বর্গফুটের সিনিয়র জেল সুপারের বাসভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ০২টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০২ জন স্টাফের বেতন প্রদান সম্ভব হয়েছে। সভাপতি দ্রুত কাজ শুরু করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ময়মনসিংহ কারাগারের চলমান নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করত: চাহিদা মোতাবেক অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) প্রকল্প পরিচালক পিডব্লিউডি এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলমান টেন্ডার কার্যক্রম এবং কার্যাদেশসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৬৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১.০০ লক্ষ টাকা এবং ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কোনো ব্যয় হয়নি। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সভাপতি কারা মহাপরিদর্শকের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সাময়িকভাবে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ভ্যান্ডারের বিষয়ে কারা মহাপরিদর্শক সভাপতি মহোদয়কে আশ্বাস প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) জ্যামার ক্রয়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে আছে। জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৭৫.৪৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৮.৮৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩১%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২০০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৯৮.৯৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪৯.৫০%। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭.৩৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১৮.৬৭%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, পরিকল্পনা কমিশন থেকে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের কিছু অবজারভেশন আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের সংশোধিত সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ৬০৯.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৬৩.৩৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৬.৭৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ৪২.২০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৬৫%। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২.৬৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১৪.৮৬%।কারা মহাপরিদর্শক বলেন, ভূমি নিষ্পত্তি এখনো সম্পন্ন হয়নি। সচিব মহোদয় আগামী মাসে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের আশা প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে কারা মহাপরিদর্শক বলেন, সচিব মহোদয় একবার পরিদর্শন করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে বলেন, এ বছরে নতুন কোন চুক্তি করা হয়নি। প্রকল্প এলাকায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে। তবে সমস্যার সমাধান অতিদ্রুত করা হবে। সভাপতি সকল সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৪৩.৪৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.৮৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৬%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ৪২.১১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৫৪%। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২.৮৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৬.৮৯%।

সভাপতি মহোদয় প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চান প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করা সম্ভব হবে কিনা প্রকল্প পরিচালক বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। সাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ অত্যন্ত ধীর গতিতে হচ্ছে। তাছাড়া ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হবে। ডিপিপি সংশোধন করা হলে ৩২৬.০০ কোটি টাকা দরকার হবে না। তিনি আশা করেন আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি জমা দিতে পারবে। সভাপতি মহোদয় ঠিকাদারের বাদ দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দিলে খরচ বাড়বে ও আরো অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে। সভাপতি সঠিকভাবে প্রকল্পের কাজ কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের ৩নং প্যাকেজের আওতায় ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ছ) <u>জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৯.৬২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯.৩৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ১৯.৯৯ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৯৮%। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.১৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭.৮৫%।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, গত এডিপি মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্যাকেজ-১ এবং প্যাকেজ-২ চুক্তি বাতিল করা হয়েছে এবং ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আরেকটি সিদ্ধান্ত ছিল ২০২২ এর রেট সিডিউলের এস্টিমেট চূড়ান্ত করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদন নেওয়ার চিঠি ২/১ দিনের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হবে। ০৭টি প্যাকেজের মধ্যে ০১টি প্যাকেজের কাজ চলমান আছে। বাকি সব প্যাকেজের কাজ বন্ধ আছে। জামালপুর জেলা কারাগারের জন্য কারা অধিদপ্তর পাওয়ায় কারা মহাপরিদর্শক সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;
(খ) প্রকল্প সংশোধনের যৌক্তিকতা ডিপিপিতে উল্লেখপূর্বক আরডিপিপি'র প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(জ) <u>কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ</u>:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-৩, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখে কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩/০৫/২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবল জনবলের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়ণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪/০৭/২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় হাসপাতালের জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্লান ও ডিপিপি প্রণয়ণের জন্য ১৪/০৮/২০২৩ তারিখ স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত একাডেমিতে কতজন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, তা জানতে চেয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে ১৫-১১-২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের জবাবে ২২-১১-২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২.	অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ০৭-৯-২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে ১০/০৫/২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ উক্ত ডিপিপি ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৯১টি যানবাহন ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি/সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ বরাবরে ১৩/০৯/২০২৩ তারিখ পত্র প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অর্থবিভাগের পূর্বানুমতি/সুপারিশ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৩/১০/২০২৩ তারিখ অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়

৩.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি-৪, তারিখ ১০/০৪/২০১৬, স্থান- কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩-০৫-২০২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবলের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় কারা হাসপাতালের জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্লান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০২/০৮/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর

সভাপতি সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি) এপিএতে নাম্বার পাওয়ার জন্য যেসব প্রকল্প শেষ হয়েছে সেসব প্রকল্পের যন্ত্রপাতি জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি আলোচনা করতে হবে।

১০। সভাপতি আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.১৩

তারিখ: ১৫ মাঘ ১৪৩০
২৯ জানুয়ারি ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৬) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৮) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

৯) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

১০) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১২) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৩) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

১৪) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর

১৫) প্রধান প্রকৌশলী , গণপূর্ত অধিদপ্তর

১৬) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

১৭) যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৮) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৯) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর

২০) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

২১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২২) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)

২৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
উপসচিব